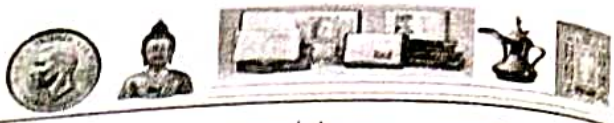

✦ তৃতীয় পর্যায় : বস্তুটির ছবি তোলার পর ছবিটি ক্যামেরা থেকে কম্পিউটারে আমদানী করতে হবে। এক্ষেত্রে তার ব্যবহার করা যায় বা অনেকসময় চিপটি খুলে কম্পিউটারে লাগিয়ে ছবি স্থানান্তর করা যায়। কম্পিউটারে ছবিটি আসার পর যত্নসহকারে তা সংশোধন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ছবির রং, উজ্জলতা, আকার সব ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্তমানে বিভিন্ন ছবি সংশোধনের সফটওয়ার আছে যেমন—Adobe Photoshop। সংশোধিত ছবিটি অবশ্যই 300dpi এবং 4000–6000 pixel-এ নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।

✦ চতুর্থ পর্যায় : এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে প্রতিটি ছবির একটি সংখ্যা প্রদান করা হবে। যা সংযোজন সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে। একটি বস্তুর একাধিক ছবি হলেও প্রতিটির আলাদা সংখ্যা প্রদান করতে হবে।

সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ামের শ্রেণিবিভাগ

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫৫,০০০ (সূত্র উইকিপিডিয়া) মিউজিয়াম রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষে মিউজিয়ামের সংখ্যা প্রায় কয়েকশো। তবে সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক সংগ্রহশালা রয়েছে যেগুলি নথিভুক্ত নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে যে সংগ্রহশালা রয়েছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৃহৎ আন্তর্জাতিক মিউজিয়াম যেমন ওয়াশিংটনে স্মিথশোনিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে ক্ষুদ্র গ্রামীণ মিউজিয়াম যেমন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণার বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহালয় রয়েছে তেমনি প্রাচীন ভ্যাটিক্যান সিটি মিউজিয়াম থেকে অত্যাধুনিক সাংহাই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি মিউজিয়ামও দেখা যায়।

বস্তুর সংগ্রহ, অবস্থান, প্রশাসনিক পরিকাঠামো, দর্শনার্থী প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে সংগ্রহশালাগুলিকে যেভাবে ভাগ করা যায় তা হল—

(ক) সংগৃহীত বস্তুর ওপর ভিত্তি করে (Classified by collection)
(খ) সংগ্রহশালার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে (Classification on the basis of administration)
(গ) সংগ্রহশালার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে (Classification on the basis of location)
(ঘ) দর্শনার্থীদের ওপর ভিত্তি করে (Classification on the basis of visitors)
(ঙ) প্রদর্শন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে (Classification on the basis of exhibition)
(চ) নব সংগ্রহশালা বিদ্যা বা New Museology-এর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে (on the basis of the theory of New Museology)

(ক) সংগৃহীত বস্তুর ওপর ভিত্তি করে মিউজিয়ামের শ্রেণিবিভাগ

১। আর্ট মিউজিয়াম বা শিল্পকলা সংগ্রহালয় (Art Museum) : আর্ট মিউজিয়াম বা শিল্পকলা সংগ্রহালয় সাধারণ আর্টগ্যালারি হিসাবে বেশি পরিচিত। সাধারণ বিভিন্ন ধরণের দৃশ্যকলা চিত্র এই মিউজিয়ামের প্রধান সংগ্রহ। যেমন—তৈলচিত্র, জলরং, মিনিয়েচার পেন্টিং প্রভৃতি। উদাহরণ—ন্যাশানাল গ্যালারি অফ্ মর্ডান আর্ট, নিউ দিল্লী।

২। শিল্প ও ভাস্কর্য সংগ্রহালয় (Art and craft Museum) : শিল্প ও ভাস্কর্য মিউজিয়ামের

সঙ্গে শিল্পকলা মিউজিয়ামের প্রধান পার্থক্য হল শিল্পকলা মিউজিয়ামে বিভিন্ন ধরনের চিত্র প্রদর্শন করা হয়। আর শিল্প ও ভাস্কর্য মিউজিয়ামে চিত্রের সাথে সাথে বিভিন্ন পদার্থে তৈরী ভাস্কর্যও স্থান পায়। যেমন—কাঠ, পাথর, মাটির মূর্ত্তি। উদাহরণ : কলিকাতার গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে বিভিন্ন ধরনের পুতুলের সংগ্রহ রয়েছে। এছাড়া শান্তিনিকেতনে 'প্রকৃতি মিউজিয়ামে' প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ভাস্কর্য রাখা আছে।

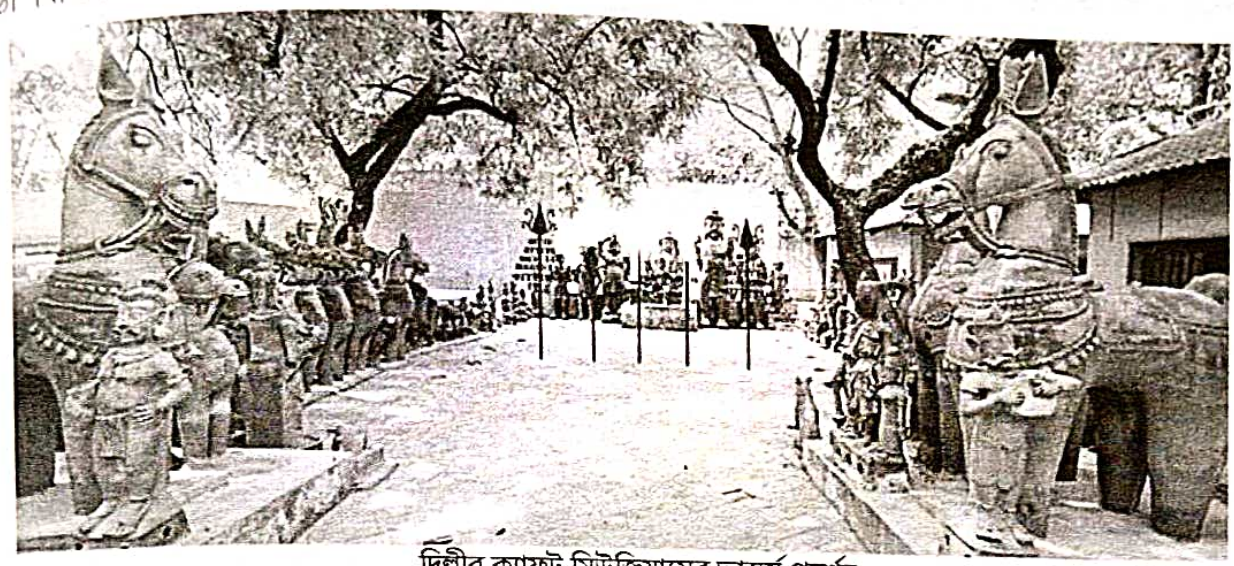

দিল্লীর ক্র্যাফট মিউজিয়ামের ভাস্কর্য প্রদর্শন

৩। **প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় (Archaeological Museum)** : বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু নিয়ে গড়ে ওঠা সংগ্রহশালাকে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রাহলয় বলে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র খননের ফলে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সংগ্রহ করা হয় সেগুলি কোনো একটি সংগ্রহালয়ে রেখে প্রদর্শন করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়গুলি মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের পাশে অবস্থিত হয়। ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়গুলি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (Archaeological Survey of India) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণ হিসাবে সারনাথ মিউজিয়াম, সাঁচী মিউজিয়াম, পশ্চিমবঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন, রাজ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় (State Archacological Museum) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অশোকস্তম্ভটি সারনাথ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত রয়েছে। বিভিন্ন প্রাক্ ঐতিহাসিক বস্তু চর্চা ও গবেষণার জন্য এই সংগ্রহশালাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় (Historical Museum)** : ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত দ্রব্য সামগ্রী যে সংগ্রহালয়ে প্রদর্শিত করা হয় তাকে ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় বলে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বস্তু, নথি, রাজা ও সম্রাটদের ব্যবহৃত বস্তু, অস্ত্র, চিত্র প্রভৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় গড়ে ওঠে। যেহেতু বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত তাই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয়কে ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় বলা যায়। কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় নয়। ঐতিহাসিক সংগ্রহালয় অতীত ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। তাই ইতিহাস পাঠ ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংগ্রহালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ : ছত্রপতি শিবাজী মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। এটি মুম্বাই-এ অবস্থিত।

৫। বায়োগ্রাফিকাল সংগ্রহশালা (Biographical Museum) : যে সংগ্রহশালায় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির জীবনে ব্যবহৃত বস্তু, তাঁর কর্মসূচি, জীবনের ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় তাকে বায়োগ্রাফিকাল সংগ্রহশালা বলে। এই সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনি, কর্ম ও দর্শন চাক্ষুষ করা যায়। বিভিন্ন মহাপুরুষদের জীবনী জানার জন্য এই ধরনের সংগ্রহালয়ের ভূমিকা অসীম। উদাহরণ হিসাবে ব্যারাকপুর গান্ধী মিউজিয়ামের কথা বলা যায়। এই সংগ্রহালয়ে গান্ধীজির ব্যবহৃত বস্তু তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও দর্শন প্রদর্শন করা আছে। আবার কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জীবনি প্রদর্শিত রয়েছে।

শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়ী—এটি একটি বায়োগ্রাফিক্যাল মিউজিয়াম

৬।নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (Anthropological or Ethnographic Museum) নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক বস্তুর চর্চা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন যে সংগ্রহালয়ের মাধ্যমে করা হয় তাকে নৃতাত্ত্বিক বা জাতিতাত্ত্বিক সংগ্রহালয় বলে। নৃতাত্ত্বিক বস্তু বলতে মূলত কোনো অঞ্চলের প্রাচীন জনজাতি বিশেষত আদিবাসী মানুষদের জীবনে ব্যবহৃত বস্তু বোঝায়। এই ধরনের সংগ্রহশালাগুলিকে প্রাচীন জন গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বাঁশ, কাঠ, মাটির তৈরী বাসনপত্র, শিকার করার সামগ্রী, নাচ গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, গহনা ও ব্যবহৃত পোষাক প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানার জন্য এই সংগ্রহশালাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ : নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, পোর্টব্লেয়ার আন্দামান।

৭। ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (Geological Museum) : যে সংগ্রহশালা বিভিন্ন পাথর, খনিজ ও জীবাশ্ম সংগ্রহ, চর্চা, গবেষণা ও প্রদর্শন করে তাদের ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালা বলা হয়। এই সংগ্রহশালাগুলি মূলত খনিজ ও পাথরের গবেষণা ও চর্চার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই সংগ্রহশালার বস্তুগুলি বিভিন্ন সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করে এনে সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

ও কলেজের ভূ-তাত্ত্বিক বিভাগে এই ধরনের সংগ্রহশালা দেখা যায়। কলিকাতায় ভারতীয় জাদুঘরের জিওলজিক্যাল সেকশনে খনিজ, পাথর ও জীবাশ্ম প্রদর্শিত রয়েছে। কলিকাতায় ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এর প্রধান দপ্তরে একটি ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালা রয়েছে।

৮। **প্রাণীতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (Zoological Museum)** : বিভিন্ন ধরনের প্রাণী সংগ্রহ, চর্চা, গবেষণা ও প্রদর্শন হলো এই সংগ্রহশালার প্রধান কাজ। ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ প্রাণীকে মৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করে এই সংগ্রহশালায় প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা ও চর্চার জন্য এই সংগ্রহশালার গুরুত্ব অপরিসীম। এই সংগ্রহশালার বস্তুগুলোও ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহশালার মতো বিভিন্ন সমীক্ষা ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। ক্ষুদ্র প্রাণী ও কীটগুলি ফরমালিন নামক রাসায়নিক ও বৃহৎ প্রাণীগুলিকে টাক্সিডার্মির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুচিকিৎসা ও প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ এবং কলিকাতার বেলগাছিয়ায় পশুচিকিৎসা কেন্দ্রে এই ধরনের প্রাণীতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা দেখা যায়।

৯। **উদ্ভিদ সংগ্রহশালা (Botanical Museum)** : প্রাণীবিদ্যার উপর ভিত্তি করে যেমন প্রাণীতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে তেমনি উদ্ভিদবিদ্যার ওপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সংগ্রহ, চর্চা, গবেষণা ও মূলত শিক্ষার জন্য প্রদর্শন হলো এই সংগ্রহশালার প্রধান কাজ। অনেকক্ষেত্রে কোনো বাগিচায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো ও সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের বৃহৎ বাগিচাকে অনেক সময় বোটানিক্যাল গার্ডেন বলা হয়। সুতরাং বোটানিক্যাল গার্ডেন ও এক ধরনের সংগ্রহশালা। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন। এছাড়া অনেক সময় হারবেরিয়াম (Herbarium)-এর মাধ্যমে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (Central National Herbarium) একটি বিখ্যাত উদ্ভিদতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার উদাহরণ। এছাড়াও ভারতীয় যাদুঘরের শিল্পবিভাগে বিভিন্ন ধরনের শস্য রাখা আছে। যা উদ্ভিদতাত্ত্বিক সংগ্রহশালার একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

১০। **গ্রন্থাগার ও লেখ্যাগার (Library and Archives)** : বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহ ও তা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে রাখাই হলো গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। সেই অর্থে গ্রন্থাগার হলো একটি মিউজিয়াম সমগোত্রীয় সংস্থা। অপরদিকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণগারের নাম হলো লেখ্যাগার। (পুস্তকের অন্য অংশে লেখ্যাগার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

১১। **শিক্ষামূলক সংগ্রহশালা (Educational Museum)** : যদিও প্রতিটি সংগ্রহশালারই মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও বিনোদন। কিন্তু শিক্ষামূলক সংগ্রহশালাগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা দান। সাধারণত বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে এই ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেনারিং ইনস্টিটিউট-এর সংগ্রহশালা, জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াদিয়া নাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, কলিকাতার বোস ইনস্টিটিউটে সংগ্রহশালা প্রভৃতি।

১২। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা (Science and Technological Museum)**: পূর্বে আমরা

উদ্ভিদ, প্রাণী ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের সংগ্রহশালা নিয়ে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা হলো এমন একটি সংস্থা যেখানে বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের সহজ পাঠ থেকে উচ্চপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়। সাধারণত পদার্থবিদ্যার দৈনন্দিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ সংগ্রহশালায় প্রদর্শন কক্ষ গড়ে উঠে। যেমন—কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। এই সংগ্রহশালায় মূল আকর্ষণ হলো কৃত্রিম কয়লা খনি, পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তন, তারামণ্ডল, রসায়ণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন মজার প্রদর্শন, টেলিস্কোপের মাধ্যমে রাতের আকাশ দর্শন প্রভৃতি।

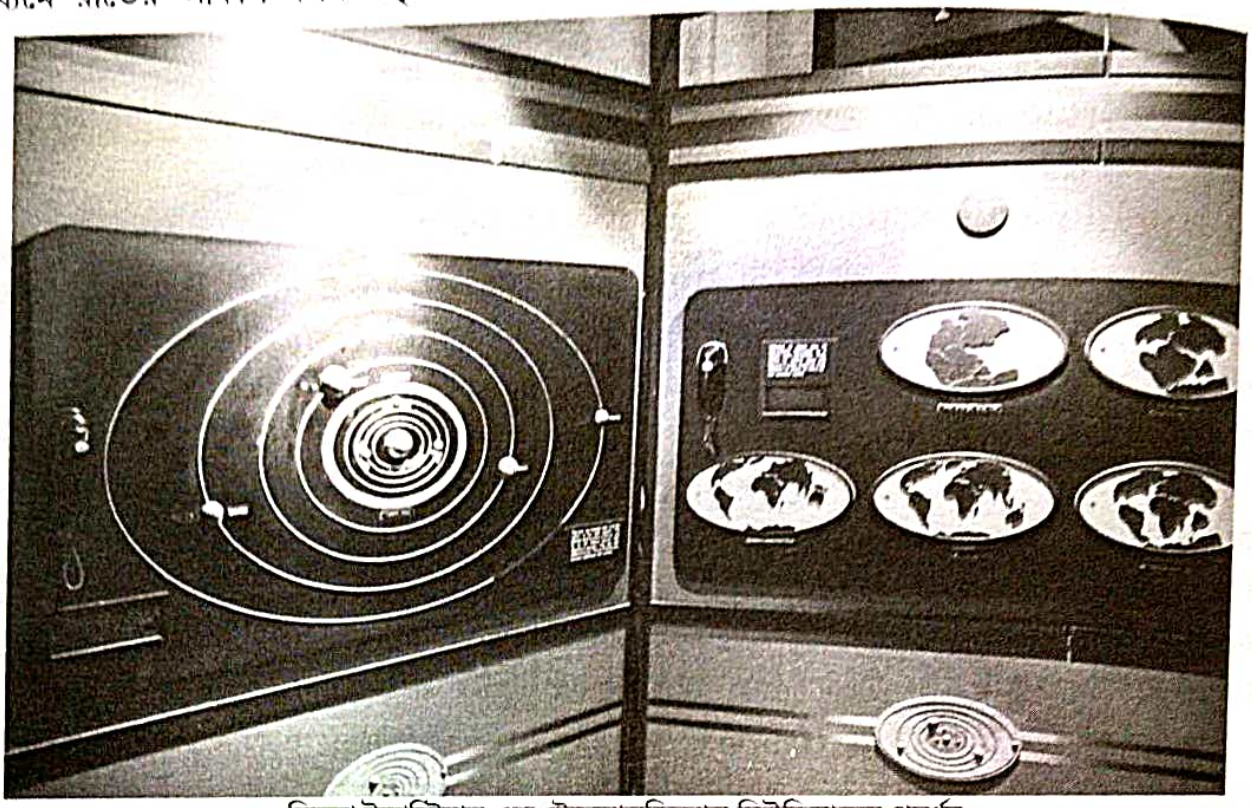

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের প্রদর্শন

১৩। অরণ্য সংগ্রহশালা (Forest Museum) : অরণ্য মিউজিয়ামের মূল সংগ্রহ হলো বিভিন্ন বনজ সম্পদের প্রদর্শন। উদ্ভিদ তাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় আমরা যেমন উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রদর্শন করি, অরণ্য সংগ্রহশালার ক্ষেত্রে উদ্ভিদকে সম্পদ হিসাবে প্রদর্শন করা হয়। অরণ্যের বিভিন্ন উপকারী উদ্ভিদ, প্রাণী, উপজাত দ্রব্য, ভেষজ উদ্ভিদ প্রভৃতি এই সংগ্রহশালার মূল উপকরণ, দেরাদুনে অরণ্য সংগ্রহশালা একটি উপযুক্ত উদাহরণ। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ভবনে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদ নিয়ে একটি সংগ্রহশালা রয়েছে।

১৪। কৃষি সংগ্রহশালা (Agricultural Museum) : বিভিন্ন কৃষি ব্যবস্থা, ফসলের প্রকৃতি, মৃত্তিকার গঠন প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে কৃষি সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। সাধারণ গবেষণা ও শিক্ষার জন্য এই ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে নিউদিল্লীর ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল সায়েন্স মিউজিয়ামের নাম করা যায়।

১৫। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংগ্রহশালা (War and Political Museum) : বিভিন্ন যুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রাখতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই ধরনের সংগ্রহশালাগুলি গড়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, নথি, তথ্য নিয়ে কলকাতা পুলিশ মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। ভারতের পার্লামেন্টে গড়ে ওঠা পার্লামেন্ট মিউজিয়াম একটি আকর্ষণীয় রাজনৈতিক সংগ্রহশালা।

ভারতের পার্লামেন্ট মিউজিয়াম

১৬। প্রতিরক্ষা সংগ্রহশালা (Army or Defence Museum) : প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন অস্ত্র, নথি প্রভৃতি নিয়ে প্রতিরক্ষা সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্টার্ন কমান্ড মিউজিয়াম এই ধরনের সংগ্রহশালার উপযুক্ত উদাহরণ।

১৭। ধর্মীয় সংগ্রহশালা : (Religious Museum) : বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের দ্বারা ধর্মীয় ভাবনাকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে যে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে তাকে ধর্মীয় সংগ্রহশালা বলে। উদাহরণ হিসাবে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন সংগ্রহশালা এবং কলিকাতার গৌড়ীয় মঠের নাম উল্লেখ করা যায়। এই সংগ্রহশালায় মূলত বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জীবন কাহিনী প্রদর্শিত করা হয়।

১৮। স্মৃতি সংগ্রহশালা (Memorial Museum) : এই সংগ্রহশালাগুলি মূলত কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। যেমন—ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, দিল্লী, গান্ধী স্মৃতি সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর ইত্যাদি। আবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর বলিদানকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে দিল্লীতে ন্যাশানাল ওয়ার মেমোরিয়াল গড়ে উঠেছে।

১৯। সামুদ্রিক সংগ্রহশালা (Maritime Museum) : বিভিন্ন সামুদ্রিক যান, সামুদ্রিক প্রযুক্তি, জলপথের বাণিজ্য ও যুদ্ধের ইতিহাস সহ সমস্ত সামুদ্রিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য সামুদ্রিক

সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। উড়িষ্যার কটক শহরে মহানদীর তীরে উড়িশা স্টেট মেরিটাইম মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে।

২০। **প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা (Natural History Museum)** : বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ, প্রাণী, ভু-প্রকৃতি, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল প্রভৃতি বিষয়কে প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই হলো প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালার প্রধান উদ্দেশ্য। এককথায় বলা যায় প্রাণীতাত্ত্বিক, উদ্ভিজ্জতাত্ত্বিক, ভূ-তাত্ত্বিক সমস্ত ধরনের সংগ্রহশালার সমষ্টি হলো প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা। ভারতে দিল্লিতে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ্ নাচারাল হিস্ট্রি একটি বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা, ওয়াশিংটন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন হলো পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা।

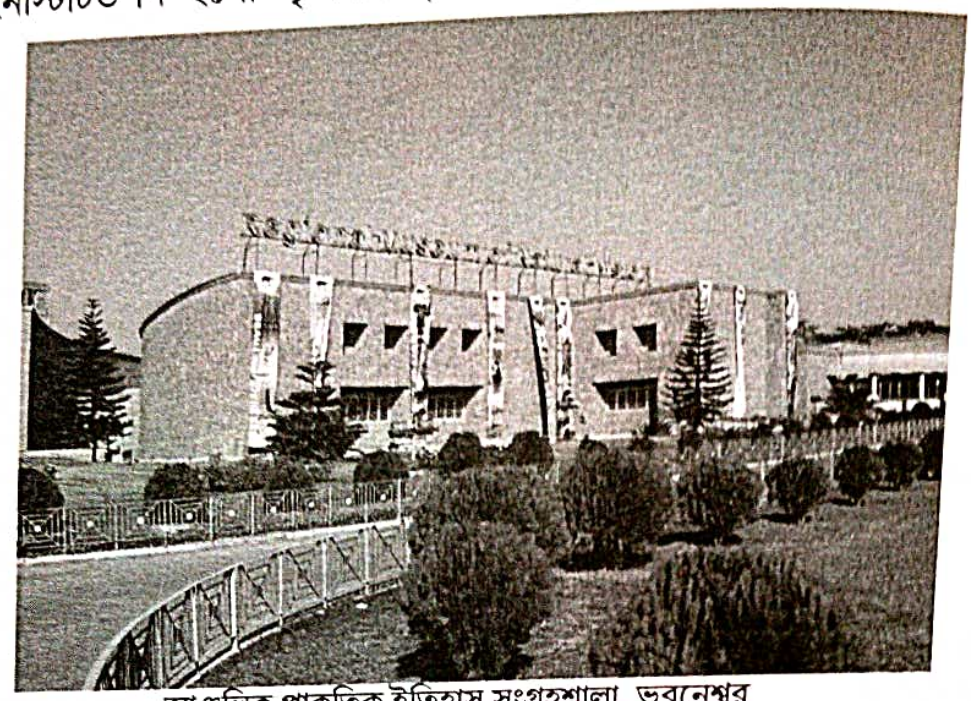

আঞ্চলিক প্রাকৃতিক ইতিহাস সংগ্রহশালা, ভুবনেশ্বর

এছাড়াও বস্তুসংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে আরও কতকগুলি সংগ্রহশালা দেখা যায়। যেমন—

২১। **মোম সংগ্রহশালা (Wax Museum)** : বিভিন্ন ব্যক্তির মোমের মূর্ত্তি সংরক্ষিত করা থাকে। যেমন—মাদাম তুসো মিউজিয়াম, লন্ডন।

মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম, বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি, নিউটাউন, কলকাতা

২২। পুতুল সংগ্রহশালা (Doll Museum) : বিভিন্ন ধরনের পুতুল প্রদর্শিত করা হয়। উদাহরণ হিসাবে দিল্লীর শংকর ইন্টারন্যাশনাল ডল মিউজিয়ামের কথা বলা যায়।

২৩। রেল মিউজিয়াম (Rail Museum) : দিল্লীর ন্যাশানাল রেল মিউজিয়াম ভারতের রেল পরিবহনের ইতিহাস বর্ণনা করে। এই সংগ্রহশালায় পুরোনো রেল ইঞ্জিন, যা বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না তা সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত করা হয়।

২৪। ডাক সংগ্রহশালা (Philatelic Museum) : মূলত দেশের ডাক ব্যবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় ঐতিহ্যশালী বস্তু এই সংগ্রহশালা প্রদর্শিত হয়। ন্যাশানাল ফিলাটেলিক মিউজিয়াম, দিল্লী এই ধরনের সংগ্রহশালার উদাহরণ।

২৫। হস্তশিল্প সংগ্রহশালা (Handicrafts Museum) : বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য এই ধরনের সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। ভারতের বৃহত্তম হস্তশিল্প সংগ্রহশালাটি হলো দিল্লীর ন্যাশানাল হ্যান্ডিক্র্যাপ্ট এন্ড হান্ডলুম মিউজিয়াম যেটি সংক্ষেপে ন্যাশানাল ক্র্যাফ্ট মিউজিয়াম হিসাবে পরিচিত।

২৬। সাধারণ ও বহুমুখী সংগ্রহশালা (General and Multipurpose Museum) : পৃথিবীর বেশিরভাগ সংগ্রহশালাই সাধারণত বহুমুখী বিষয়ক সংগ্রহশালা, বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহশালাগুলির উদ্দেশ্য খুব সীমিত কিন্তু সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য এই সংগ্রহশালাগুলি বিভিন্ন ধরনের বস্তু সংগ্রহ ও প্রদর্শন করে। যেমন—ভারতের বৃহত্তম সংগ্রহশালা ভারতীয় জাদুঘর কলকাতা ও দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালা।

(খ) সংগ্রহশালার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে (Classification on the basis of administration) :

১। সরকারী সংগ্রহশালা (Govt. Museum): যে সমস্ত সংগ্রহশালার পরিচালনা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেগুলি সরকারী সংগ্রহশালা হিসাবে পরিচিত। ভারতে সরকারী সংগ্রহশালাগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—

১.১ কেন্দ্রীয় সরকারী সংগ্রহশালা : কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত। যেমন—ন্যাশনাল মিউজিয়াম, দিল্লী।

১.২ রাজ্য সরকারী সংগ্রহশালা : এই সংগ্রহশালাগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত। যেমন—ওড়িশা স্টেট মিউজিয়াম।

১.৩ স্থানীয় প্রশাসনিক সংগ্রহশালা : এই সংগ্রহশালাগুলি সাধারণত পুরসভা বা পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন—কলিকাতার টাউন হল মিউজিয়াম কলিকাতা পৌরসভা দ্বারা পরিচালিত।

২। ট্রাস্টি পরিচালিত সংগ্রহশালা (Board of Trustees) : ভারতবর্ষে অনেক সংগ্রহশালা ট্রাস্টি পরিচালিত। সাধারণত ট্রাস্টির সদস্যরা এই মিউজিয়ামগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। কলকাতার ভারতীয় জাদুঘর ট্রাস্টি পরিচালিত একটি বৃহৎ সংগ্রহশালা।